পটভুমিঃ

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ পরিচিতি

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত বরাবর উত্তরে ভারতে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে দক্ষিণে মায়ানমারের আরাকান রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত যে পার্বত্য ভূমি রয়েছে তা পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে পরিচিত। ১৮৬০ সালে খ্রিঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠিত হয়। অতঃপর ১৯৮১ সনে বান্দরবান পার্বত্য জেলা ও ১৯৮৩ খ্রিঃ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সৃষ্ঠি হলে পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি তিনটি নতুন জেলায় রূপান্তরিত হয়।

এ জেলার মোট আয়তন ৬,১১,১৬,১৩ বর্গকিলোমিটার এবং ২০১১ সালের আদমশুমারী ও গৃহ গণনা ২০১১ অনুসারে মোট জনসংখ্যা ৫,৯৩,৭৯০ জন। মোট জনসংখ্যার ৩,১২,২৭৪ জন পুরুষ এবং ২,৮১,৫১৬ জন নারী। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮৩ জন। মোট পরিবারের সংখ্যা ১,২৯,৩৫৬। এ জেলায় বাঙ্গালীসহ ৭টি উপজাতি বাস করে। বসবাসরত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলো হলো- চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, পাংখো, লুসায় এবং খিয়াং। জেলার মোট শিক্ষিতের হার ৪৩.৬০%।

পরিষদ গঠনঃ

১৯৮৯ সনে পার্বত্য জেলাসমূহের বিভিন্ন অনগ্রসর সংখ্যালঘু গোষ্ঠি অধ্যুষিত রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নকল্পে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯নং) অনুযায়ী রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থাপিত হয়। এ উদ্দেশ্যে রাঙ্গামাটি রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল, ১৯৮৯ ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯ খ্রিঃ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। বিলটি ৬মার্চ ১৯৮৯ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সে বছর ২৫ জুন অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে চেয়ারম্যানসহ ৩১ সদস্য বিশিষ্ট পরিষদ গঠিত হয়।

১৯৯৭ খ্রিঃ ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত পার্বত্য শান্তিচুক্তির আলোকে ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তির বাস্তবায়ন ও এ জেলার সংখ্যালঘু অধিবাসীগণসহ সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত রাখা এবং সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনে ১৯৮৯ খ্রিঃ ৯নং আ..নে দ্বারা অনুযায়ী ‘‘ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ’’ ‘‘ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ’’ নামে রুপান্তরিত হয়েছে।

৩৩জন সদস্য এবং ১জন চেয়ারম্যান নিয়ে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে। প্রত্যেক পরিষদে ২জন উপজাতীয় এবং ১জন অ-উপজাতীয়সহ মোট ৩জন মহিলা সদস্যের পদ সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

১। চেয়ারম্যান (উপজাতী) = ১জন।
২। সদস্য সংখ্যাঃ
(ক) অ-উপজাতীয় =১০জন।

(খ) চাকমা =১০ জন।
(গ) মারমা =০৮জন।
(ঘ) তঞ্চঙ্গ্যা =০২জন।
(ঙ) ত্রিপুরা = ০১ জন।
(চ) লুসায় = ০১জন।
(ছ) পাংখো =০১জন।
(জ) খিয়াং = ০১জন।
(ঝ) উপজাতীয় মহিলা সংরক্ষিত = ০২ জন।
(ঞ) অ-উপজাতীয় মহিলা সংরক্ষিত = ০১ জন।
সর্বমোটঃ ৩৪জন।

উল্লেখ্য, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ অাহন ১৯৮৯ ও ১৯৯৭ সনের সংশোধিত ১৬ (ক)(২), (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সনে সংশোধিত ৪ (২) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কোন কারণে পূর্নাঙ্গ নির্বাচিত পরিষদ গঠিত হতে না পারলে ১ জন উপজাতীয় চেয়ারম্যান ৪ জন অ-উপজাতীয় সদস্য এবং ১০ জন উপজাতীয় সদস্য এর সমন্বয়ে অন্তর্বর্তীকালীণ পরিষদ গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। উক্ত আহনে অনুযায়ী বর্তমান চেয়ারম্যান ও ১৪ সদস্য বিশিষ্ট অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠন করা হয়েছে।